246

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 03 DEC ১৯৯৬
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ... ২

মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালকের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গত ৩০ নভেম্বর দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত "এডিবি ঋণের ২ (দুই) কোটি টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়ার সকল ব্যবস্থা 'পাকাপোক্ত" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটির প্রতিবাদ করে মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালকের বরাতে তথ্য অধিদপ্তর নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছে। ব্যাখ্যায় বলা হয়, 'ভাগ-বাঁটোয়ারার পরিকল্পনাকে পাকাপোক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর স্বামী ডঃ এম ওয়াজেদ মিয়া

১৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং বর্তমান সরকারের ৪ জন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য-এর লিখিত বই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মর্মে প্রকাশিত সংবাদটি ভিত্তিহীন। বই ক্রয়ের জন্য গত বছর জুলাই মাসে ৬৪ জন জেলা শিক্ষা অফিসারকে প্রকল্পভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক ক্রয়তব্য বই-এর তালিকা সংগ্রহ করার অনুরোধ জানানো হলে ১৯৯৫ সালের বিভিন্ন সময়ে বই-এর তালিকা পাঠানো শুরু হয়। প্রেরিত তালিকাসমূহ পর্যালোচনা করে মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ মুজিবের উপর লিখা ১০টি বইসহ মোট ১৯৩টি পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বই-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করে টেন্ডার কমিটির সভায় তা অনুমোদন করা হয়। ব্যাখ্যায় বলা হয়, 'আওয়ামী লীগ সরকার বা তার মন্ত্রিসভার কোন সদস্য অথবা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির লিখা বই ক্রয়ের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রভাবিত বা প্ররোচিত হন। ব্যাখ্যায় বলা হয়, বিশেষ মহলের স্বার্থে টেন্ডারে কোন শর্তই বাদ বা শিথিল বা প্রত্যাহার করা হয়নি। টেন্ডারে কোন অনিয়ম নেই এবং কোন মামলাও হয়নি। উক্ত বই ক্রয়ের সিদ্ধান্ত কোন স্বার্থান্বেষী মহলের কারসাজি নয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন মহলের সম্পৃক্ত থাকার প্রশ্নই উঠে না। ব্যাখ্যায় বলা হয়: এডিবি'র গাইড লাইন মোতাবেক দরদাতাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য আছে কি-না তা বুঝার জন্য পঁচিশ লাখ টাকার একটি কাজের অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে এবং এডিবি'র অনুমোদনক্রমে এ শর্তটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

গত ৩০ নভেম্বরের প্রতিবেদনের মূল লক্ষ্য ও সার বিষয়বস্তু হলো– মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় সরবরাহের জন্য এডিবি থেকে ২ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে। উক্ত টাকা দিয়ে ১৯৩ প্রকার বই সংগ্রহের জন্য যে টেন্ডার দেয়া হয়েছিল তা ছিল ত্রুটিযুক্ত। একটি স্বার্থান্বেষী মহল অর্থাৎ প্রতিবেদনে উল্লেখিত কিছু সংখ্যক পাবলিসার্স-এর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার সাথে বই-এর লেখকদের সংশ্লিষ্ট করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, যাদের (প্রকাশক) স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে তারাই উল্লেখিত ১০টি বই ক্রয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পেছনে কাজ করেছে। মাত্র একটি উদাহরণের মাধ্যমেই বিষয়টি আরো পরিষ্কার করা যায়। যেমন– আগামী প্রকাশনী প্রকল্পের তালিকাভুক্ত এক বা একাধিক রেফারেন্স বই-এর প্রকাশক এবং দরপত্রে অংশ নিয়েছে যাতে তার প্রকাশিত কম চাহিদার বইসমূহ অধিক মূল্যে বিক্রি করে দিতে পারে। দরপত্রে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এ ধরনের আরো পাবলিসার্স রয়েছে, যাদের প্রকাশিত বই উক্ত বই সরবরাহের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

প্রতিবাদে বলা হয়েছে, মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক বই ক্রয়ের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিবেদকের বক্তব্য হচ্ছে, এর পূর্বেও রেফারেন্স বই এবং পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয়েছে। গত সরবরাহে যেসব রেফারেন্স বই অন্তর্ভুক্ত ছিল তার অধিকাংশই ছিল স্বনামধন্য দেশী ও বিদেশী লেখকদের বই। কিন্তু এবারের তালিকায় প্রতিবাদ অনুযায়ী প্রায় দুই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই মুক্তিযুদ্ধ এবং শেখ মুজিবের উপর শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের নেতা ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত লেখকদের বই-এর তালিকা পাঠিয়েছে? ব্যাখ্যা অনুযায়ী বুঝা যায়, প্রকল্পভুক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জেলা শিক্ষা অফিসারগণ পাঠ্যসূচী ভিত্তিক উন্নত মার্গের দেশী-বিদেশী লেখকদের বই-পুস্তক সম্পর্কে অজ্ঞ।

যদিও ভারত, পাকিস্তান, রাশিয়া, ইংল্যান্ড এবং বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখকগণ মুক্তিযুদ্ধ এবং শেখ মুজিবের উপর বহু বই লিখেছেন। আসলে প্রকল্পের ক্রয়তব্য বই-এর তালিকা দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রকাশক এবং তাদের পূর্ব প্রকাশিত বইসমূহ পর্যালোচনা করলেই প্রকৃত তথ্য বের হয়ে আসবে। যা হয়তোবা প্রকল্প কর্মকর্তাগণও জানেন না। তাছাড়া যেসব বই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তন্মধ্যে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ-এর লেখা– "ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্ট" বইটি সম্পর্কে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে। উক্ত বইতে শেখ মুজিবের হত্যাকারী বলে রিসালদার মোসলেমকে দায়ী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, শেখ মুজিবকে হত্যার জন্য উপযুক্ত পুরস্কার না দেয়ায় রিসালদার মোসলেম অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করলে জিয়াউর রহমান তাকে ফাঁসির আদেশ দেন। বইটিতে আরো বলা হয়, ফাঁসিতে ঝুলার পূর্বে মোসলেম না-কি চিৎকার করে বলেছিলেন– শেখ মুজিবকে হত্যার জন্য তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে। ঘটনাটা ছিল– ১৯৭৭ সালের। কিন্তু সে মোসলেম আজও বেঁচে আছে। পলাতক থাকায় তার বাড়ীর মালামাল ক্রোক করাও হয়েছে। এমনি তথ্যসম্বলিত বই আর রেফারেন্স বই-এর তালিকা স্থান পেয়েছে।

প্রতিবাদে বলা হয়েছে, এডিবি গাইড লাইন মোতাবেক দরপত্রদাতাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও কাজ করার সামর্থ্য যাচাইয়ের জন্য ২৫ লাখ টাকার একটি কাজের পূর্বঅভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিবেদকের বক্তব্য হচ্ছে– বাংলাদেশে সকল সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে টেন্ডারের মাধ্যমে মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম অনুযায়ী ব্যাংক সচ্ছলতা চাওয়া হয়। কারণ, যে কোন অংকের কাজের অভিজ্ঞতাপত্র বিভিন্ন এনজিও থেকে বিশেষ উপায়ে সংগ্রহ সম্ভব। কিন্তু ব্যাংক স্টেটমেন্ট সংগ্রহ করা যায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ২৫ লাখ টাকার কাজের অভিজ্ঞতা চাওয়ার কারণে পূর্বনির্ধারিত প্রকাশকরাই দরপত্রে অংশ নিতে পেরেছে। উল্লেখ্য, দরপত্র বিক্রি হয়েছিল ৩২টি, দরপত্র জমা দিতে পেরেছে মাত্র ২০টি প্রতিষ্ঠান।

তা ছাড়াও দরপত্রে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির সুযোগ নিয়েছে স্বার্থান্বেষী মহলটি। দরপত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যে ছিল কপিরাইট বহির্ভূত মৃত লেখকদের বই ক্রয় এবং দরপত্রে এসব বই-এর গুণগতমানের শর্ত উল্লেখ থাকা। যে কারণে বই-এর মূল্য দেয়া হয়েছে পরিকল্পিতভাবে এবং ইচ্ছামাফিক। যে বইর দাম ১০০ টাকা– এমন একটি বই-এর দাম ১৭০ টাকা পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া জাতীয় পাঠ্যক্রম এবং টেক্স্ট বুক বোর্ডের পাঠ্যবই-এর দাম নির্ধারণের পূর্বেই দরপত্র চাওয়ায় দরপত্রদাতারা সুযোগ নিয়েছে এবং ইচ্ছামাফিক দর উল্লেখ করে দরপত্র দাখিল করেছে। প্রতিবাদে এসব বিষয় খণ্ডন করা হয়নি। উল্লেখ্য, গত বছর টেন্ডারের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে মামলা হয়েছিল। মামলা করেছিল কলকণ্ঠ। ফলে পুনঃ টেন্ডার হয়েছিল।

প্রতিবাদের জবাবে আরো কিছু তথ্য পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।